পালবংশের সূচনা ঃ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে বঙ্গদেশের শান্তিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়েছিল। কার্যত, এই সময়ে বাংলাদেশ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এখানে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। ক্রমে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের চরম পরিণতি রূপে দেখা দিল এক অসহ্য নৈরাজ্যকর অবস্থা। এই অবস্থাকেই সমসাময়িক লিপি ও কাব্যে *'মাৎস্যন্যায়'* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পুকুরের বড়ো মাছ যেমন ছোটো ছোটো মাছকে নির্বিচারে গ্রাস করে, তেমনি অরাজকতার সুযোগে বাংলাদেশে সবলেরা দুর্বলের ওপরে যথেচ্ছ শোষণ চালাত। তাই এ সময়কে *'মাৎস্যন্যায়'* বলে অভিহিত করা হয়েছে। ***লামা তারানাথ*** তৎকালীন বাংলার অবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন, *"তখন বাংলায় কোনো রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সামন্ত ও বণিক নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। কিন্তু তখন সমগ্রদেশের কোনো রাজা ছিল না।"*

ধর্মপালের 'খালিমপুর' তাম্রশাসনের চতুর্থ শ্লোক থেকে জানা যায় যে, এই নৈরাজ্যকর অবস্থা বা মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিল।[১] এখানে প্রকৃতি বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। *কলহন* 'প্রকৃতিপুঞ্জ' বলতে জনসাধারণ অর্থাৎ প্রজামণ্ডলীকে বুঝিয়েছেন, যাঁরা গোপালকে রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু অনেক পণ্ডিত এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, রাজ্যের এইরূপ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে সমগ্র প্রজাবর্গের সম্মিলিত নির্বাচন সম্ভব ছিল না। তাই মনে হয় 'প্রকৃতি' বলতে এখানে কতিপয় প্রধান সচিব বা কর্মচারীকে বোঝানো হয়েছে এবং এঁরাই গোপালকে রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেন। ড. ***ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী*** অর্থশাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, 'প্রকৃতি' বলতে রাজা, অমাত্য, জনপদ,

Scanned by CamScanner